দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... NOV 1991

পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

শিক্ষার অব্যবস্থার বিরূদ্ধে

অভিভাবকবৃন্দ ও দেশবাসীর কাছে একটি সমস্যা বিষয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। প্রত্যেকটি মা-বাবাই তাদের ছেলেমেয়েদের সুশিক্ষিত দেখতে চান। কিন্তু শিক্ষার নামে আমাদের শিক্ষিত সমাজ যে বেসাতি বসিয়েছে— দেখলে মনে হয় আমরা সভ্যতার পেছনদিকে হাঁটছি। আমাদের স্কুল-কলেজ-ভার্সিটির প্রফেসররা যেভাবে শিক্ষাকে হাটে বিক্রি করছেন তা দেখলে কষ্ট হয় আর মনে হয় আমাদের মেরুদন্ডটা '৪৭ সালে ভেঙ্গে দিয়ে গেছে বৃটিশরা। আমি এমনও দেখেছি যদি ছাত্রছাত্রীরা কলেজের স্যারদের কাছে 'প্রাইভেট না পড়ে তবে সেই স্যারেরা Practical Final পরীক্ষার সময় তাদের সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে এবং বিশ্রীভাবে বসিয়ে দিচ্ছেন— যদি সেই স্যারেরা পরীক্ষা বোর্ডে থাকেন। স্কুল বা কলেজগুলোতে আজকাল তো স্যারেরা ঠিকভাবে পড়ানই না— শুধুমাত্র 'প্রাইভেট টিউশান'-এর জন্য। নতুনভাবে জানতে পারলাম কলেজের স্যারেরা নাকি Course হিসেবে তাদের মাইনে ধার্য করেছেন ছাত্রদের কাছে। এখন তো মনে হচ্ছে কোনরকমে শিক্ষা নামক ব্যবসা ফেঁদে বসতে পারলেই এক লাফে বড় লোক হওয়া যায়।

তাছাড়াও আজ এই যে ভার্সিটির সন্ত্রাস সমস্যা তার পেছনে অনেকাংশেই দায়ী কিছু প্রফেসর— এটা তো বিভিন্ন তদন্তেই প্রমাণিত আজ। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বোর্ডগুলোও চূড়ান্ত নোংরামিতে পরিণত আজ। বিভ্রান্ত ছাত্রসমাজ আজ অবক্ষয়ের শিকার। কিন্তু কেন? এক পুরুষের পাপ কেন আজ অন্যায়ভাবে তার উত্তর পুরুষদের ভোগ করতে হবে? যারা অর্থবান পিতা-মাতার সন্তান তারা আজ বিদেশ চলে যাচ্ছে; কিন্তু সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা এখানে পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে। আমাদের শিক্ষিত আধুনিক সমাজ একবারও কি ভাবছেন না কি হারে এই দেশ থেকে 'মেধা পাচার' হয়ে যাচ্ছে। এইভাবে হয়তো একদিন দেখা যাবে আমরা কূল হারিয়ে জোয়ারের স্রোতে ভেসে গেছি। অভিভাবকদের ও সকলের কাছে অনুরোধ, ভাবুন, আরেকবার ভাবুন— প্রতিবাদ করার সময় এসেছে এই অব্যবস্থার বিরুদ্ধে।

মিত্রানী চৌধুরী,
চট্টগ্রাম।